মেহেরপুরে বিএনপি’র বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

গ্যাস সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্যর উর্ধ্বগতির প্রতিবাদে এবং মূল্যহ্রাসের দাবিতে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র উদ্যোগে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার (১১ জুন) বিকালে জেলা বিএনপি’র দলীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপি’র সভাপতি সাবেক এমপি মাসুদ অরুন।

মেহেরপুর পৌর বিএনপি’র সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনা অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপি’র সিনিয়র সহ-সভাপতি শিল্পপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ, আব্দুর রশিদ, জেলা বিএনপি’র যুগ্ম সম্পাদক আরজুল্লা মাস্টার বাবলু, সদর উপজেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক শাহাবুদ্দিন মোল্লা, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, মহিলা দলের সভাপতি সাইয়্যেদাতুন নেসা নয়ন।

সমাবেশে জেলা বিএনপি, জেলা ছাত্রদল, জেলা যুবদল, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দল সহ সকল অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্হিত ছিলেন।

সভা শেষে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আশুমুক্তির জন্য দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জেলা জাতীয়তাবাদী ওলামা দলের সভাপতি রনি মোল্লা।

ঝিনাইদহে দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে পৌরসভা নির্বাচনে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

বিষয়টি নিয়ে ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এম এ মজিদ ও সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা বলেন, কাউন্সিলর পদে নেতারা অংশ নিচ্ছেন এটা আমি শুনেছি। তবে দল নির্বাচনে নেই, আর কাউন্সিলর পদে দল কখনো কারও মনোনয়ন দেয়না এটা তাদের নিজস্ব ব্যাপার তবে তারা মনে করেন এই সরকারের অধিনে সকল ভোট বর্জণ করা উচিৎ, সে কারণে আমরা ভোট দিতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির বিক্ষোভ সমাবেশ

দেশব্যাপী আওয়ামী সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য লাগামহীন বৃদ্ধির কারণে মেহেরপুর জেলা বিএনপির উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

শনিবার সকালের দিকে মেহেরপুর জেলা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে এ বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী অ্যাড. গৌতম চক্রবর্তী।

এসময় তিনি বলেন, এই সরকার শুধু অর্থ লুট করে বাংলাদেশর গণতন্ত্রকে হত্যা করছে দ্রব্যমূল্যের সীমাহীন উর্দ্ধোগতির কারণে এদেশের জনগণ আজ নিপিড়ীত নিঃস্ব। যত দিন যাচ্ছে এই সরকারের সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যে ততোই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আমার সব জায়গায় বিক্ষোভ করতে পারি না আজকের এই টা মেহেরপুর জেলা বলে সম্ভব হচ্ছে। মেহেরপুর জেলা বিএনপি’ অতি শক্তিশালী একটি ঘাঁটি। এই মেহেরপুর জেলাই স্বৈরাচার হাসিনার সরকার পতনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

তিনি আরো বলেন, আমাদের শত শত নেতাকর্মীদের হত্যা করা হয়েছে

আমাদের ৬ শত নেতাকর্মীদের গুম করা হয়েছে, হাজার হাজার নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন এই সরকারের সময় শেষ হয়ে এসেছে।

আপনারা প্রস্তুত থাকুন যেকোনো সময় বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক আসবে আর যখনি আমারা আন্দোলন করবো এই সরকার ভেষে যাবে বঙ্গোপসাগরে। আমরাই প্রতিষ্ঠা করবো একটি গণতান্ত্রিক ও সুশীল সরকার।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, খুলনা বিভাগ বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুমার কুন্ডু, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন,সাধারণ সম্পাদক মোঃ আমজাদ হোসেন।

পৌর বিএনপির সাভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, সাইফুল ইসলাম, মোঃ আমিরুল ইসলাম, সদস্য সচিব হারুন অর রশিদ বাচ্চু, জুলফিকার আলি ভুট্টো, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

এ সময় জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন।

গাংনীতে দুস্থ মানুষের মাঝে চাল ও আলু বিতরণ করলেন বিএনপি নেতা মেঘলা

ঈদুল ফিতর উপলক্ষে গরিব, দুস্থ ও অভাবী শতাধিক মানুষের মাঝে ঈদ সামগ্রী চাল ও আলু বিতরণ করলেন গাংনী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক তরুণ রাজনীতিবিদ মকবুল হোসেন মেঘলা।

আজ শুক্রবার (২২ এপ্রিল) সকাল সাড়ে ৭ টার সময় মকবুল হোসেন মেঘলার গাংনী উপজেলা শহরের নিজ বাড়ি বাড়িতে এ ঈদ সামগ্রী বিতরণ করেন।

গাংনী কেন্দ্রীয় মসজিদের ইমাম মাওলানা রুহুল আমিন প্রধান অতিথি ও গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি মাহাবুবুর রহমান স্বপন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ঈদ সামগ্রী গরিব, দুস্থ ও অভাবী মানুষের হাতে তুলে দেন।

মকবুল হোসেন মেঘলা বলেন, পবিত্র ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতেই আমার ব্যাক্তিগত উদ্যোগে অসহায় মানুষের জন্য আমার সামান্য উপহার।আমাদের সমাজের গরিব, দুস্থ ও অভাবী মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসা উচিৎ।

উল্লেখ্য, মকবুল হোসেন মেঘলা পৌর শহরের প্রায় ১১০ জন গরীব, অসহায় দুস্থ মানুষের মাঝে ১০ কেজি করে চাল ও ৫ কেজি আলু প্রদান করেন।

মেহেরপুরে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিএনপির স্মারকলিপি

মেহেরপুরে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেছে জেলা বিএনপি।

আজ মঙ্গলবার সকালে জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান ও ইলিয়াস হোসেনের নেতৃত্বে বিএনপির নেতৃবৃন্দরা এ স্মারকলিপি তুলে দেন।

এসময় পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সহ-সভাপতি হাবিব ইকবাল, যুগ্ম সম্পাদক মনিরুল ইসলাম মনি, সদর সাংগঠনিক সম্পাদক সাহাবুদ্দিন মোল্লা, সভাপতি, জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী সাইয়্যেদুন নেছা নয়ন, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি সাঈদুর সজন, পৌর যুবদলের সদস্য সচিব নওশেল আহম্মেদ রনি।

স্মারকিলিপিতে বিএনপি জানায়, সবজিসহ প্রত্যেকটি জিনিস এই ভরা মওসুমে বহুগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। জ্যামিতিক হারে এই দাম বৃদ্ধি সরকারের গণবিরোধী নীতির বর্ধিত প্রকাশ। হরিলুট, টাকা পাচারসহ

সীমাহীন দুর্নীতির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতির ভয়াবহ ক্ষতি করে দফায় দফায় বিদ্যুৎ, জ্বালানী তেল, গ্যাস ও পানির দাম বৃদ্ধি করেছে আওয়ামী সরকার। এই বৃদ্ধির ‘চেইন রিঅ্যাকশন হিসাবেই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম হু হু করে বাড়ছে। গত ১০ বছরে বিদ্যুতের দাম বেড়েছে ৮২ শতাংশ এবং পানির দাম বেড়েছে ২৬৪ শতাংশ। এই দাম বৃদ্ধি নজীরবিহীন ও অস্বাভাবিক। জনগণের নির্বাচিত সরকার থাকলে এই ধরণের সীমাহীন দাম বৃদ্ধি পেতো না। জবাবদিহিতা নেই বলেই দাম বৃদ্ধির পেছনে অনৈতিক সিন্ডিকেট কাজ করছে। ক্ষুধা ও অনাহারে ক্লিষ্ট জনগণের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে নিপতিত করেছে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী, যেন সরকারের কোন দায় নেই। সারাদেশে দুর্ভিক্ষের ছায়া প্রতিদিনই বিস্তৃত হচ্ছে।

এছাড়া গাড়ীভাড়া, বাড়ীভাড়াসহ জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ছে লাগামহীনভাবে। এমনিতেই কর্মসংস্থান নেই, তার ওপর নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে নাভিশ্বস সাধারণ মানুষের। মধ্যম ও নিম্ন আয়ের মানুষকে পথে বসিয়ে দিচ্ছে। অভাবের তাড়নায় মা সন্তান বিক্রি করছে, কেউ কেউ আত্মহত্যা করছে। চৈত্রের তীব্র রোদের মধ্যে দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে টিসিবি থেকে তুলনামূলক কম মূল্যে নিত্যপণ্য কেনার জন্য ক্রেতাদের উপচে পড়া ভীড়ে বোঝা যায় বর্তমান পরিস্থিতি কত ভয়াবহ। চাহিদার তুলনায় পণ্য কম থাকায় দুই/তিন ঘন্টার মধ্যে শেষ হয়ে যায় বিক্রি এবং তারপরে পণ্য কিনতে আসা ক্রেতারা খালি হাতেই ফিরে যান। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে অতি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির পক্ষ থেকে আহবান জানাচ্ছে।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দল মেহেরপুর জেলা কমিটি অনুমোদন

সাইয়েদাতুন নেছা নয়নকে সভাপতি ও লাইলা আরজুমান্দ বানুকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০১ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দল মেহেরপুর জেলা কমিটি অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটি।

সম্প্রতি জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আফরোজা আব্বাস ও সাধারণ সম্পাদক সুলতানা আহমেদ এ কমিটি অনুমোদন করেন।

এদিকে নতুন কমিটির সভাপতি সাইয়েদাতুন নেছা নয়ন বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া, কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে খালেদা জিয়ার মুক্তির আন্দোলনকে বেগবান করার প্রত্যাশা জানান।

আলমডাঙ্গায় উপজেলা ও পৌর বিএনপির বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গায় উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার (৯ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০ দিকে পৌর এলাকার খান কমিউনিটি সেন্টারে এ বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য আব্দুল জব্বার বাবলুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সদস্য সচিব শরীফুজ্জামান শরীফ।

বর্ধিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, বিএনপির কোন্দলের কারনে এ সংগঠনকে চায়ের দোকানে নিয়ে গেছে। বর্তমানে বিএনপির নেতাকর্মীরা নামে হলেও প্রকাশ্যে আওয়ামীলীগ করে। আমি বিএনপি সংগঠনকে শক্তিশালী করতে মাঠে কাজ করে যাচ্ছি। আজ আমাদের সংগঠনের মধ্যে কোন্দলের কারনে এ দলটি চায়ের দোকানে পরিণত হয়েছে। আওয়ামীলীগ আমাদের শত্রু নয়। আমাদের নেতারা তাদের সংগঠনের অবহেলার কারণে এমনটা পরিণত হয়েছে। আমরা সংগঠনের সকল কর্মীদের নিয়ে চিটারি বাটপারি করতে করতে দলের নেতৃত্ব শেষ করে দিয়েছি। আপনাদের মধ্যে জেদাজেদি ও গ্রুপিং করে আওয়ামীলীগের সঙ্গে গিয়ে আজ বিএনপির অস্থিত্ব হারানোর পথে চলে গেছে।

আজ দেশ নেত্রী বেগম জিয়ার অনুপ্রেরণার কারণে জেলার সকল ইউনিটকে শক্তি শালী করে তুলতে হবে। তৃণমূল থেকে দলকে শক্তি শালী করতে পারলে আমরা দেশকে এগিয়ে নিতে পারবো।

আমি গ্রুপিং রাজনীতির মধ্যে চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সদস্য সচিব হয়েছি। আমি জেলার তৃণমূল নেতাকর্মীদের হাত পা ধরে দলকে শক্তি শালী করতে কাজ করে যাচ্ছি। আজ আপনারা নিজেদের কারনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আপনারা চেয়ারম্যানের নির্বাচন করেছে। বিগত ১৫ বছর আমরা জনসভা করতে পারিনি। মাঠে মিছিল মিটিং করতে পারিনি।

বর্ধিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য রউফুন নাহার রিনা, আবু বক্কর সিদ্দিক আবু, নুর নবী সামদানী, আমিনুল হক রোকন, মির্জা ফরিদুল ইসলাম শিপলু, আজিজুর রহমান পিন্টু, জিল্লুর রহমান ওল্টু, বাড়াদি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তবারক হোসেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসিরুল ইসলাম সেলিম, সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, সহ-সভাপতি আক্তার হোসেন, আজিজুর রহমান, এমদাদুল হক ডাবু, আনিসুর রহমান, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি শাহজাহান খান, সাংগঠনিক সম্পাদক রাজিব খান, সেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি শফিকুল ইসলাম পিন্টু, মৎস্যজীবী দলের সভাপতি আবু বক্কর সিদ্দিক প্রমূখ।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের প্রতিকী অনশন কর্মসূচি পালন

মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের উদ্যোগে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর হামলার প্রতিবাদে, ভিসির পদত্যাগ এবং শিক্ষার্থীদের নামে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে প্রতিকী অনশন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেলে পৌর ঈদগাহ এলাকায় বিএনপির অফিসে জেলা ছাত্রদলের সহ সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানির নেতৃত্বে এ অনশন কর্মসূচি পালন করা হয়।

অনশন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের সদস্য মনিরুল ইসলাম, জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফরিদুল ইসলাম মিন্টু, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক লিটন উদ্দিন, গিয়াস উদ্দিন, পৌর ছাত্রদল নেতা ফুর্তি, উজ্জ্বল হোসেন, মুজিবনগর থানা ছাত্রদল নেতা ইয়াসিন আলী, বাসেম, কুতুবপুর ইউনিয়ন ছাত্রদল নেতা জয়নাল, স্বপনসহ ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা।

গাংনী বিএনপির আলোচনা সভাতে ছাত্রলীগের হামলা

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের ৮৬তম জন্মদিন উপলক্ষে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা বিএনপির আলোচনা সভাতে ছাত্রলীগের হামলার ঘটনা ঘটেছে।

আজ বুধবার দুপুরে জেলা মহিলা দলের উদ্যোগে উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভাতে হামলার ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও বিএনপি নেতাকর্মীরা জানান, দুপুরে বিএনপি কার্যালয়ে আসতে থাকেন মহিলা দলের বিভিন্ন এলাকার নেতার্কীরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন। সমাবেশ শুরুর মুর্হূতে জেলা ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক মুনতাছির জামান মৃদুল ও উপজেলা ছাত্রলীগ সভাপতি আমিনুল ইসলাম সেন্টুসহ ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা বাস স্ট্যান্ডে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করে। বিক্ষোভ মিছিলটি বিএনপি কার্যালয়ের সামনে গিয়ে অবস্থান নেয়। তারা বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ করে সমাবেশ বাতিলের দাবি জানান।

এসময় বিএনপি কার্যালয়ের ভেতর থেকে মোবাইলে ভিডিও ধারণ করছিলেন কেউ। এ নিয়ে উত্তেজিত ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা বিএনপি কার্যালয়ের গেটে লাথি দিয়ে ভাঙ্গার চেষ্টা করে। চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করে বিএনপি নেতাকর্মীদের নিরাপদে বাইরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন।

কার্যালয় থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন জেলা বিএনপির সহ সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন। বিনা উস্কানিতে ছাত্রলীগের বাধার তীব্র সমালোচনা ও প্রতিবাদ জানান তিনি।

জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, আমারা সবাই বাংলাদেশের মানুষ। রাজনীতি করার অধিকার সবার আছে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে ঘরোয়া সমাবেশের আয়োজনও যদি না করতে পারি তাহলে এ দেশে মানুষের স্বাধীনতা কোথায়। এভাবে বাধা দিলে তার চরম মূল্য দিতে হবে বলে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের প্রতি হুশিয়ারী করেন তিনি।

জেলা মহিলা দলে সাধারন সম্পাদক লাইলা আরজুমান বানু বলেন, কার্যালয়ের মধ্যে আলোচনা সভাতে এভাবে ছাত্রলীগ হামলা রাজনীতির অশুভ শক্তিকে আহবান করছে। এই অবৈধ সরকারের হাত থেকে দেশকে বাচাতে হলে একমাত্র পথ হচ্ছে কঠোর আন্দোলন। বিএনপি কঠোর আন্দোলনের পথেই যাচ্ছে। মানুষ সরকারের উপরে চরম ক্ষিপ্ত। ক্ষমতা হারালে আওয়ামী লীগের একটি নেতাও দেশে পাওয়া যাবে না।

আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিক্কার আলী, জেলা মহিলা দলে সাধারন সম্পাদক লাইলা আরজুমান বানু, জেলা বিএনপির যুগ্ন সম্পাদক আব্দুল আউয়াল প্রমুখ।

এদিকে বিএনপি নেতাকর্মীরা কার্যালয় থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর বিক্ষোভ শেষ করে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। গাংনী বাস স্ট্যান্ডে সাংবাদিকদের বিফ্রিংকালে জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মুনতাছির জামান মৃদুল বলেন, জিয়াউর রহমান খুনী। এদেশে একজন খুনির জন্মদিন পালন করতে দেওয়া হবে না। বিএনপি নেতার্কীরা তাদের ঘরে বসে আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ করতে ছাত্রলীগ সব সময় মাঠে রয়েছে।

বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত জানিয়ে গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, শান্তিপূর্ণভাবে বিএনপি ও মহিলা দলের নেতাকর্মীরা বের হয়ে গেছেন। উভয় পক্ষকে শান্তিপূর্ণ ভাবে থাকার জন্য বলা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]